হাটবোয়ালিয়া ও বামুন্দী বাজারে আরডিআরএসের দুই শাখার উদ্বোধন

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করার লক্ষ্যে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার হাটবোয়ালিয়া ও মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামুন্দী বাজারে দুটি নতুন শাখা চালু করেছে বেসরকারি সংস্থা আরডিআরএস।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে হাটবোয়ালিয়া নতুন বাজারের মিলপাড়ায় আরডিআরএসের ৩১৯তম শাখার উদ্বোধন করা হয়। সকাল ১১টার দিকে ফিতা কেটে শাখাটির উদ্বোধন করেন সংস্থাটির খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের বিভাগীয় ব্যবস্থাপক রেজাউল করিম।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব রফিকুল আলম বকুল, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক খোরশেদ আলম ও মাসুদুর রহমান এবং উন্নতি কর্মসূচির এলাকা ব্যবস্থাপক সাইফুল ইসলাম। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন উদয়ন কর্মসূচির এলাকা ব্যবস্থাপক ফিরোজ্জামান, সিনিয়র হিসাবরক্ষক আল মামুন, এমআইএস কর্মকর্তা দিদার আলী, স্বপন সরকার, হাটবোয়ালিয়া শাখার ব্যবস্থাপক, বাজার কমিটির সভাপতি শামসুজ্জোহা টুকু, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও ঋণগ্রহীতা সদস্যরা।

অন্যদিকে, গতকাল দুপুরে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামুন্দী বাজারে আরডিআরএসের ৩২০তম শাখার উদ্বোধন করা হয়। শাখাটির উদ্বোধন করেন বিভাগীয় ব্যবস্থাপক রেজাউল করিম। এ সময় বামুন্দী বাজারের ব্যবসায়ীরা ও শাখা ব্যবস্থাপক শামীম হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে রেজাউল করিম বলেন, “আরডিআরএস একটি জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারি ঋণদানকারী সংস্থা। আমাদের প্রতিষ্ঠান গ্রাহকদের সর্বোচ্চ সুবিধা দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা আপনাদের সহযোগিতা নিয়ে এলাকার সুবিধাবঞ্চিত ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল মানুষের পাশে থাকতে চাই। এ জন্য আপনাদের আন্তরিক সমর্থন কামনা করছি।”

অনুষ্ঠানে পাঁচজন নারীকে এক লাখ টাকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন

পরিমাণের ঋণ দেওয়া হয়। ঋণের অর্থ সঠিকভাবে বিনিয়োগ করার জন্য ঋণগ্রহীতাদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। অনুষ্ঠান শেষে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

আলমডাঙ্গা হাটবোয়ালিয়া সড়কে ডাকাতি, গাড়ির ড্রাইভার নিখোঁজ

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় একটি ক্রোকারিজ কোম্পানির ডেলিভারি ভ্যান থামিয়ে দেড় লাখ টাকার কাছাকাছি অর্থ লুট এবং ডেলিভারি ম্যান নিখোঁজের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় গাড়িচালক ও ডেলিভারি ম্যান ফারুক হোসেন (৪০) এখনো নিখোঁজ রয়েছেন। পরে তার ব্যবহৃত পণ্যবাহী আলমসাধু গাড়িটি উদ্ধার করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।সেই সাথে উদ্ধার হয়েছে তার পরনের লুঙ্গি ও গায়ের পোশাক।

গত সোমবার রাত ১০ টার দিকে আলমডাঙ্গা–হাটবোয়ালিয়া সড়কের বৈদ্যনাথপুর মাঠ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে রাতেই বাংলাদেশ পুলিশ ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত একটি যৌথ দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযান চালায়। তবে রাতভর অনুসন্ধান চালিয়েও ফারুক হোসেনের সন্ধান মেলেনি।নিখোঁজ ফারুক হোসেন আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদি ইউনিয়নের খালপাড়া গ্রামের বাসিন্দা।

স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী, তিনি গত তিন বছর ধরে বিজি ক্রোকারিজ কোম্পানিতে ডেলিভারি ম্যান হিসেবে কর্মরত। সোমবার তিনি মেহেরপুর জেলার মথুরাপুর এলাকায় পণ্য সরবরাহ শেষে আলমডাঙ্গার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। তার সঙ্গে ছিলেন কোম্পানির ম্যানেজার বাচ্চু হোসেন। পথে হাটবোয়ালিয়া নতুন বাজার এলাকায় পৌঁছালে বাচ্চু হোসেন নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে গাড়ি থেকে নেমে যান। এরপর ফারুক একাই আলমসাধু নিয়ে যাত্রা অব্যাহত রাখেন।

রাত ৯টার দিকে বৈদ্যনাথপুর মাঠ এলাকায় পৌঁছালে ছিনতাইকারীরা আলমসাধু থামিয়ে তার কাছে থাকা প্রায় দেড় লাখ টাকা ছিনিয়ে নেয় বলে

অভিযোগ রয়েছে। ঘটনার পর থেকে ফারুক হোসেন নিখোঁজ এবং তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটিও বন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

বিজি ক্রোকারিজ কোম্পানির মালিক জব্বার আলী বলেন, ফারুকের ব্যাগে থাকা ১ লাখ ৩৭ হাজার টাকা ছিল সোমবারের ডেলিভারির বিক্রয়লব্ধ অর্থ। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, পরিকল্পিতভাবে ভ্যানটি থামিয়ে টাকা ছিনতাইয়ের পাশাপাশি ফারুককে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যাওয়া হতে পারে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, ঘটনার খবর পাওয়ার পর থেকেই পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ দল তদন্ত শুরু করেছে। সম্ভাব্য ছিনতাই ও অপহরণের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। আশপাশের মাঠ ও সড়কসংলগ্ন এলাকায় তল্লাশি অভিযান চলছে।

আলমডাঙ্গা হাটবোয়ালিয়ায় পল্লীবিদ্যুতের কেবি চুরি, কৃষকরা বিপাকে

আলমডাঙ্গার ভাংবাড়ীয়ায় পল্লীবিদ্যুতের কেবি চুরিতে তোলপাড়। কৃষক থেকে সাধারণ মানুষ চরম বিপাকে পড়েছে। ভাংবাড়ীয়ার নিমতলা ও খামার মাঠে গভীর রাতে সংঘবদ্ধ দুর্বৃত্তচক্রের দুঃসাহসিক হানা। সব মিলিয়ে কৃষকরা চরম ক্ষতির সম্মুখীন।

আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়নের নিমতলা ও খামার মাঠ এলাকায় পল্লী বিদ্যুতের কেবি চুরির ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। গতকাল সোমবার দিবাগত গভীর রাতে সংঘবদ্ধ দুর্বৃত্তচক্র পরিকল্পিতভাবে এই চুরির ঘটনা ঘটায়। এতে পল্লীবিদ্যুতের মোট ৪টি কেবি (কন্ট্রোল বক্স) চুরি হয়ে যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভাংবাড়ীয়া গ্রামের বাসিন্দা রাজু আহম্মেদের মটরে স্থাপিত ১টি কেবি এবং একই গ্রামের ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য সুজন আলী মেম্বারের খামার মাঠে অবস্থিত বোরিংয়ের ৩টি কেবি

খুলে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। রাতের আঁধার ও নির্জন পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে চোরচক্র নির্বিঘ্নে পালিয়ে যায়।

চুরির ফলে সংশ্লিষ্ট মটর ও বোরিং সম্পূর্ণরূপে অচল হয়ে পড়েছে। এতে সেচ কার্যক্রম বন্ধ থাকায় মাঠে থাকা ফসল ক্ষতির ঝুঁকিতে পড়েছে। শুষ্ক মৌসুমে বোরিংনির্ভর কৃষিকাজ ব্যাহত হওয়ায় সব মিলিয়ে কৃষকরা চরম ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা।

এলাকাবাসীরা জানান, ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়নে এর আগেও একাধিকবার পল্লী বিদ্যুতের সরঞ্জাম চুরির ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু কার্যকর ব্যবস্থা না নেওয়ায় দুর্বৃত্তচক্র আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। দ্রুত অপরাধীদের সনাক্ত করে গ্রেপ্তার, রাত্রীকালীন টহল জোরদার এবং বিদ্যুৎ স্থাপনায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জোর দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় কৃষক ও সচেতন মহল।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগীরা আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। থানা পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং ঘটনাস্থল পরিদর্শনসহ চোরচক্র সনাক্তে তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে। দ্রুত চুরি হওয়া কেবি উদ্ধারের পাশাপাশি জড়িতদের আইনের আওতায় আনা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

আলমডাঙ্গা হাটবোয়ালিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার হাটবোয়ালিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনে বিএনপি সমর্থিত প্যানেল জয় লাভ করেছে। “এ বিজয় ঐক্যের বিজয়, জনগণের বিজয়, শরীফ ভাইয়ের নেতৃত্বের বিজয়” এমন মন্তব্য করেছেন ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি টিপু সুলতান।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৪৫৪ জন। সভাপতি বাদে ৫টি সাধারণ সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ১৪ জন প্রার্থী।

বিজয়ী সাধারণ সদস্যরা হলেন আবু সাইদ আলী (১৯৩ ভোট), আহসান হাবিব (১৮৬), তরিকুল ইসলাম (১৮৫) ও শামিম রেজা (১৬৩ ভোট)। সংরক্ষিত মহিলা সদস্য পদে ১৬২ ভোট পেয়ে সাহার বানু নির্বাচিত হয়েছেন।

প্রিজাইডিং অফিসার ও উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার ইমরুল হক জানান, পুরো ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া ছিল অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর।

বিজয়ী প্যানেলের অন্যতম নেতা টিপু সুলতান বলেন, এই বিজয় কোনো ব্যক্তির নয় এটি নীতি, সততা ও উন্নয়নের বিজয়। আমরা জনগণের বিশ্বাসের মর্যাদা রাখব এবং বিদ্যালয়কে আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করব।

অসহায় ও দুস্থ মানুষের পাশে “হাটবোয়ালিয়া আঞ্চলিক কমিউনিটি ফোরাম”

অসহায় ও দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে ঢাকাস্থ “হাটবোয়ালিয়া আঞ্চলিক কমিউনিটি ফোরাম”। ঢাকায় বসবাসরত হাটবোয়ালিয়া অঞ্চলের মানুষদের নিয়ে ২০২১ সালে যাত্রা শুরু করে এই আঞ্চলিক কমিউনিটি ফোরাম। “এসো মিলি প্রাণের টানে” এই স্লোগানকে সামনে রেখে একতা ও সহমর্মিতার মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে সংগঠনটি।

প্রতি বছর মিলনমেলা, ইফতার মাহফিলসহ নানা কার্যক্রমের আয়োজন করে ফোরামটি। এবছর অসহায় ও দুস্থ মানুষদের সহায়তা প্রদানকে গুরুত্ব দিয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সংগঠনটি।

শনিবার সকাল ১০টায় হাটবোয়ালিয়া হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত

প্রিন্সিপালের অফিস কক্ষে হাটবোয়ালিয়া অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামের অসহায় ও দুস্থ মানুষদের চিহ্নিত করে আর্থিক সহায়তা এবং ঈদুল ফিতর উপলক্ষে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, এলাকাবাসী এবং “হাটবোয়ালিয়া আঞ্চলিক কমিউনিটি ফোরাম”-এর এক্সিকিউটিভ কমিটির সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যরা।

সহায়তা প্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন সাহারবানু, হিয়ারুল ইসলাম, ফাতেমা বেগম, ঝর্না বেগম, আশুরা বেগম, মুসলিমা খাতুন, জমিরন নেছা এবং রহিমা বেগম।

সংক্ষিপ্ত আলোচনায় “হাটবোয়ালিয়া আঞ্চলিক কমিউনিটি ফোরাম” এর সভাপতি নাজমুল হুদা নূর বলেন, “আমাদের এই অগ্রযাত্রাকে সফল করতে যাঁরা সহায়তা করেছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। ভবিষ্যতে আরও কার্যক্রম হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে, এবং আমরা আশা করি, আপনারা সবসময় আমাদের পাশে থাকবেন।”

অসহায় মানুষদের সহায়তা কর্মসূচিতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জনাব নুরুল হুদা ডিউক, আবুল কাশেম স্যার, আব্দুস সোবহান, রফিকুল ইসলাম, আব্বাস উদ্দিন, মতিউল হুদা, টিপু সুলতান, মুর্শিদ কলিন, সোহেল হুদা এবং স্থানীয় সাংবাদিকবৃন্দ।

অনলাইনে যুক্ত হয়ে ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান হেলাল বলেন, “সকলের সহযোগিতায় এই কমিউনিটি ফোরাম আরও দূর এগিয়ে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি। যাঁরা এই উদ্যোগকে সফল করতে সহায়তা করেছেন, তাঁদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।”

অর্থ সম্পাদক নেছার উদ্দিন অনলাইনে অনুষ্ঠানের সার্বিক খোঁজখবর নেন। মোবাইল ফোনে খোঁজ রাখেন ফোরামের উপদেষ্টা পরিষদের সমন্বয়ক জনাব মনজুরুল হুদা ও জনাব শরিফুল হুদা।

এছাড়া উপস্থিত থেকে ভূমিকা রাখেন কমিউনিটি ফোরামের সহ-সভাপতি আব্দুল হালিম, দফতর সম্পাদক ইফতেখার হাশেমী, শাহিন মাহমুদ, তরিকুল ইসলাম ও জাহিদুল ইসলাম।

হাটবোয়ালিয়া আঞ্চলিক কমিউনিটি ফোরামের নতুন কমিটি

বৃহত্তর হাটবোয়ালিয়া অঞ্চলের উন্নয়নে কাজ করার প্রত্যয়ে ২০২১ সালে যাত্রা শুরু করে “হাটবোয়ালিয়া আঞ্চলিক কমিউনিটি ফোরাম” নামের এই সংগঠনটি।

পরবর্তীতে পরপর দুটি সফল মিলনমেলা করতে সক্ষম হয় এই কমিউনিটি ফোরামের সংশ্লিষ্ট আয়োজকরা। তবে, কিছুটা জটিলতা এবং দেশের সার্বিক পরিস্থিতি খারাপ হলে সংগঠনটির যাত্রায় ব্যাঘাত ঘটে। অবশেষে সকল বাধা বিপত্তি কাটিয়ে আবারও প্রাণ ফিরে পায় এই সংগঠনটি।

আবারও সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একুশে ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে সংগঠনটির নতুন কমিটির ঘোষণা করা হয়। ঘোষিত নতুন এ কমিটিতে নাজমুল হুদা নুর সভাপতি এবং মিজানুর রহমান হেলাল সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়।

কমিটিতে অন্যান্যরা হলোঃ হালিম নজরুল – সহ-সভাপতি, মোস্তাফিজুর রহমান রেকর্ড – সাংগঠনিক সম্পাদক, আবুইখতিয়ার হাশেমি (রতন) – দপ্তর সম্পাদক, নেছার উদ্দিন – অর্থ সম্পাদক, খাদেমুল হক রাজু – প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক, রজত হুদা – সাংস্কৃতিক সম্পাদক, শাহীন মাহমুদ – আইন বিষয়ক সম্পাদক।

কার্যনির্বাহী পরিষদের অন্যান্য সদস্যরা হচ্ছেনঃ ফখরুল ইসলাম সেলিম,মোঃ মোজাম্মেল হক,কাবেদুল ইসলাম রান্নাফ, তরিকুল ইসলাম, মোঃ জাহিদুল ইসলাম, মোঃ তহিদুল তুহিন, রাশেদুল ইসলাম, শাকিল আহমেদ, দীপক পাল, জয়নব খাতুন।
সংগঠনটির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এই কমিটির মেয়াদকাল আগামী দুই বছর।

একুশে ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে ঢাকার পার্শ্ববর্তী অংকন রিসোর্টে সংগঠনটির বাৎসরিক মিলনমেলায় ৭ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা মন্ডলির পক্ষ থেকে কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা করা হয়। এই কমিটি ঘোষণা করেন ফোরামের উপদেষ্টা কমিটির সমন্বয়কারী মঞ্জুরুল হুদা । “মিলন মেলা- ২০২৫” খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং রিসোর্টের নান্দনিক সৌন্দরে◌্য সবাই অত্যন্ত আনন্দিত এবং সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে দিনটি উদযাপন করেন।

নবনির্বাচিত সভাপতি নাজমুল হুদা নুর বলেন, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই কমিউনিটি ফোরামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে অনেক দূর। এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপে ভূমিকা রাখবে এই কমিউনিটি ফোরাম।

সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান হেলাল বলেন, আগামী দিনে তরুণরাই এই কমিউনিটি ফোরামের হাল ধরবে। আমাদের উদ্দেশ্য হতে হবে এই কমিউনিটি ফোরাম যেন এলাকার সকল মানুষের পাশে সব সময় থাকতে পারে। এলাকার সকলকে মিলিত করার একটা প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে এই আঞ্চলিক কমিউনিটি ফোরাম।

অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্যে কমিউনিটি ফোরামের উপদেষ্টা জনাব মনজুরুল হুদা সকলকে একনিষ্ঠভাবে এই সংগঠনকে এগিয়ে নিতে আহ্বান জানান।পাশাপাশি তিনি এই কমিউনিটি ফোরামকে গতিশীল করতে ফান্ড বৃদ্ধিতে জোরালো ভূমিকা রাখেন।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রদ্ধেয় সাবেক ডিআইজি ফজলুর রহমান, মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন স্বপন, প্রকৌশলী আবুহেনা মোস্তফা কামাল, মোঃ আব্দুস সোবহান, মোঃ শরিফুল হুদা, সুলতান বিশ্বাস প্রমূখ।

আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়ায় দোকান কর্মচারী মোস্তফার হত্যার রহস্য উন্মোচন

আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়ায় দোকান কর্মচারী মোস্তফা আলী (২৪) চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদঘাটন করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় হত্যা মামলার মূল আসামি আকরাম হোসেনকে (২৪) গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতার আসামি আকরাম হোসেন আলমডাঙ্গা মোড়ভাঙ্গা গ্রামের আকুব্বার আলীর ছেলে। দোকানের টাকা চুরি করায়, নিহত মোস্তফা সেটা দেখে ফেলায় তাকে হত্যা করা হয় বলে আসামী আকরাম আদালতে

ধরে শ্বাসরোধ করে হত্যা নিশ্চিত করে। পরবর্তীতে সজিব ও আকরাম মোস্তফাকে মাথাভাঙ্গা নদীতে থাকা মাছ ধরা বাঁশের খুঁটির সঙ্গে পানির নিচে মোস্তফার কোমরের বেল্টের সঙ্গে গামছা দিয়ে বেঁধে রাখে। সজিব ঘটনার পরের দিন আকরামকে ১০ হাজার টাকা দিয়ে ঢাকায় চলে যেতে বলে।

উল্লেখ্য, গত ১৪ আগস্ট আলমডাঙ্গা হাটবোয়ালিয়া বাজারের জাহাঙ্গীরের দোকানের কর্মচারী মোস্তফা আলী দোকানের কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে খুন হন। এর ১০ দিন পর ২৪ আগস্ট মহেষপুর-বাঁশবাড়ীয়া ফেরিঘাট এলাকায় মাথাভাঙ্গা নদী থেকে ভাসমান অবস্থায় অর্ধ গলিত মরদেহ পুলিশ উদ্ধার করে। নিহতের মা শাহিদা খাতুন আলমডাঙ্গা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

হাটবোয়ালিয়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে ঠান্ডু-জিনারুল প্যানেল বিজয়ী

উৎসব মুখর পরিবেশে আলমডাঙ্গার হাটবোয়লিয়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল রোববার বিকেলে নির্বাচনের ফলাফলে ঠান্ডু-জিনারুলের পূর্ণাঙ্গ প্যানেল জয়লাভ করেছে।

আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন ৮ মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ঠান্ডু-জিনারুল প্যানেল ও কাউসার আহম্মেদ বাবলু চেয়ারম্যান প্যানেল অংশ গ্রহন করে।

মোট ৪৯১টি ভোটার এই নির্বাচনে ভোট প্রদান করেছে। সকাল ৮টা থেকে ভোট শুরু হয়ে বিকেল ৪টায় পর্যন্ত ভোট গ্রহণ করা হয়।

বিকেলে ভোট গননা শেষে ঠান্ড-জিনারুল প্যানেলের নজরুল ইসলাম ২৪৫ ভোট, মজনু হোসেন ২২৯ ভোট, আশরাফুল ইসলাম ২২২ ভোট তাজেম আলী

২২২ ভোট ও মোছা: খাদিজা খাতুন ২২৫ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন।

প্রতিদ্বন্দি প্রার্থীরা পেয়েছেন মো: জিয়া ১৪৯ ভোট, আসলাম হোসেন ১২৮, শরিফ উদ্দীন ১১৩ ভোট, হারুন-অর-রশিদ ১০৭ ভোট ও কুলসুম খাতুন ১৩১ ভোট পান। এ

ই নির্বাচনে প্রিসাইডিং অফিসারের দ্বায়িত্ব পালন করেন উপজেলা মনিটারিং সুপার ভাইজার আমিরুল ইসলাম, সহকারী প্রিসাইডং অফিসার ছিলেন হাটবোয়লিয়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক মাসুদুর রহমান।

মেপ্র/আরপি